بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
29

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার 22 শে সেপ্টেম্বর, 2016 22 তাবুক,1395 হিজরী শামসী 19 যুল হাজ্জ 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আঁ হযরত (সা.) দীন ইসলামকে বলপূর্বক বিস্তৃত করেন নাই। যে তলোয়ার উঠানো হইয়াছির তাহা ধমক দিয়া ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য ছিল না। বরং,আত্মরক্ষার জন্য এই সকল যুদ্ধ করা হইয়াছিল। কেননা, কাফেররা যখন তালোয়ারের দ্বারা আক্রমণ করিয়া ইসলামকে বিনাশ করিতে চাহিল তখন নিজেদের হেফাজতের জন্য তলোয়ার উঠানো ছাড়া আর কি উপায় ছিল?

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

প্রশ্ন (২) : হুযুর আলী শত শত বরং হাজার হাজার জায়গায় লিখিয়াছেন যে, নবী করীম (সা.) ধর্মের জন্য তলোয়ার উঠান নাই, কিন্তু আব্দুল হাকিমকে যে চিছি লিখিয়াছেন তাহাতে এই কথাটি আছে যে, আঁ হযরত (সা.) দীন ইসলামের প্রচারের জন্য যমীনে রক্তের নদী বাহাইয়া দেন। ইহার কী অর্থ?

উত্তর: আমি এখনো বলিতেছি যে, আঁ হযরত (সা.) দীন ইসলামকে বলপূর্বক বিস্তৃত করেন নাই। যে তলোয়ার উঠানো হইয়াছির তাহা ধমক দিয়া ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য ছিল না। বরং ইহাতে দুইট বিষয় নিহিত ছিল: (১) একতো আত্মরক্ষার জন্য এই সকল যুদ্ধ করা হইয়াছিল। কেননা, কাফেররা যখন তালোয়ারের দ্বারা আক্রমণ করিয়া ইসলামকে বিনাশ করিতে চাহিল তখন নিজেদের হেফাজতের জন্য তলোয়ার উঠানো ছাড়া আর কি উপায় ছিল? (২) দ্বিতীয়তঃ, এই সকল যুদ্ধের এক যু পূর্বে কোরআন শরীফে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, যে সকল লোক এই রসুলকে মানে না খোদা তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন। আল্লাহ চাহেন তো এই শাস্তি আকাশ হইতে আসিতে পারে, যমীন হইতে আসিতে পারে, এবং চাহেন তো কাহারো কাহারো তলোয়ারের স্বাদ কাহারো কাহারো দ্বারা গ্রহণ করাইবেন। অনুরূপভাবে এই বিষয়ে আরও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যাহা যথা সময়ে পূর্ণ হইয়াছে। এখন বুঝা উচিত, আমি আব্দুল হাকিম খানকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম উহাতে আমার এই উদ্দেশ্যই ছিল যে, যদি রসুলকে মান অ-প্রয়োজনীয় হয় তবে খোদা তা'লা কেন এই রসুলের জন্য এই আত্মমর্যাদাবোধ দেখাইলেন যে, তিনি কাফেরদের রক্তের নদী বাহাইয়া দিলেন? ইহা সত্য যে, ইসলামের জন্য বল প্রয়োগ করা হয় নাই। কিন্তু যেহেতু কোরআন শরীফে এই ওয়াদা রহিয়াছে যে, যাহারা এই রসুলকে মিথ্যাবাদী বলে ও অস্বীকার করে তাহাদিগকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে, সেহেতু তাহাদের শাস্তির জন্য এই উপলক্ষ্য দেখা দিল যে, স্বয়ং ঐ কাফেররা যুদ্ধের জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিল। এমতাবস্থায় যাহারা তলোয়ার উঠাইল তাহাদিগকে তলোয়ার দ্বারাই মারা হইল। যদি রসূলকে অস্বীকার করা খোদার দৃষ্টিতে মামুলি বিষয় হইত এবং অস্বীকার করা সত্বেও নাজাত লাভ সম্ভব হইত তবে এইরূপ শাস্তি অবর্তীণ করার কী প্রয়োজন ছিল, যাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না? আল্লাহ তা'লা বলেন- اِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ

(সূরা আল মোমেন, আয়াত-২৯)

অর্থাৎ যদি এই রসূল মিথ্যাবাদী হয় তবে সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি সত্যবাদী হয় তবে তোমাদের সম্পর্কে যে সকল ওয়াদা করা হইয়াছে ঐগুলির কোন কোনটি পূর্ণ হইবে। *

ইহা ভাবিবার বিষয় যে, যদি খোদার রসূলের উপর ঈমান আনা নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইত তবে ঈমান না আনার দরুন শাস্তির ওয়াদা কেন দেওয়া হইয়াছে? বলা বাহুল্য বলপূর্বক স্বীয় ধর্ম গ্রহণ করানো এবং তলোয়ারের সাহায্যে মুসলমান বানানো ইহা এক বিষয়; কিন্তু ঔ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া, যে সত্য রসূলের নাফরমানী করে, তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করে এবং তাঁহাকে কষ্ট দেয়-ইহা ভিন্ন বিষয়। মুসলমান না হওয়ার কারণে কাহাকেও শাস্তি দেওয়ার শর্ত নাই। বরং অস্বীকার করিয়া যাহারা মোকাবিলা করিয়াছিল তাহারা হত্যাযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু খোদা তা'লার তরফ হইতে তাহাদিগকে এই সুবিদা দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি তাহারা মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে তবে ঐ শাস্তি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। আল্লাহ তা'লা আরও বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

(আলে ইমরান) অর্থাৎ যাহারা খোদা তা'লার আয়াতসমূহ অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠোর শাস্তি এবং খোদা শক্তিশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী। এখন ইহা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতেও অস্বীকারকারীদের জন্য শাস্তির ওয়াদা আছে। অতএব তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় ছিল। সুতরাং খোদা তা'লা তাহাদের জন্য তলোয়ারের শাস্তি নির্ধারিত করেন। অতঃপর কোরআন শরীফের এক জায়গায় বলা হইয়াছে:

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۭ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔

(সূরা আল মায়েদা) অর্থাৎ তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে যাহারা খোদা ও রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য ছুটাছুটি করে। তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে, অথবা শূলিবিদ্ধ করা হইবে, অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটা হইবে, অথবা তাহাদিগকে নির্বাসিত করিয়া কয়েদ করা হইবে। ইহারা ব্যতীত অন্য কাহারো উপর প্রতিশোধ,গ্রহণ করা হইবে না। তাহাদের জন্য এই লাঞ্ছনা পৃথিবীতে রহিয়াছে এবং পরকালে তাহাদের জন্য বড় শাস্তি আছে। যদি খোদা তা'লার নিকট আমাদের রসুলের আদেশ লঙ্ঘন এবং তাহার বিরুদ্ধাচারণ করা কোন ব্যাপারই না হইত তাহা হইলে এইরূপ অস্বীকারকারীদের যাহারা একেশ্বরবাদী ছিল, (যেমন ইহুদীরা) অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচারণের দরুন এইরূপ কঠোর শাস্তি অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের শাস্তির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য কেন খোদা তা'লার কেতাবে আদেশ লিখিত হইয়াছে এবং কেন এইরূপ কঠোর শাস্তি দেওয়া হইয়াছে? উভয় পক্ষেই একেশ্বরবাদী ছিল-

এরপর সাতেরর পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ)-এর ২০১৫ সালের হল্যান্ড পরিভ্রমণের রিপোর্ট

৫ই অক্টোবর, ২০১৫ (সোমবার), হল্যান্ড

(শেষ ভাগ)

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইউরোপ থেকে এই যে সমস্ত লোকেরা আইসিস-এ গিয়ে যোগ দিচ্ছে তারা আসলে পরিস্থিতির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০০৮ সালে আর্থিক সংকট এসেছিল। কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। এই আর্থিক সংকটের পর সন্ত্রাসী কার্যকলাপে বৃদ্ধি এসেছে। সন্ত্রসী সংগঠন গুলি এর সুযোগ নিয়েছে এবং কর্মহীন ও বেকার যুবকদের ব্রেন ওয়াশ করেছে। যে সমস্ত বেকার যুবকরা আর্থিক সংকটে ভুগছিল তাদেরকে অর্থের প্রলোভন দেখানো হয়েছে। তাদেরকে বলা হয় যে তোমাদের সরকার তোমাদের সাথে অন্যায় করছে। এই ভাবে তাদেরকে প্ররোচনা দেওয়া হয়।

হুযুর বলেন, যুক্তরাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি অবহিত। সেখানে শরণার্থীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। ব্রিটেনের স্থানীয় নাগরিকদের চাইতে বেশি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তাই যদি কোন যুদ্ধ করতে হত তবে তারা ব্রিটিশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে করত, কেননা তারা কর্মহীন হলেও ব্রিটিশ মুসলমানরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে চলেছে। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিছু সংখ্যক অভিবাসী যুবক উগ্রবাদী সংগঠনে যোগ দিচ্ছে।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, একজন মুসলমান হিসেবে আপনার উপর কি সন্ত্রাসী গতিবিধির কোন প্রভাব পড়ে? কেননা মুসলমানদের উপরই সন্ত্রাসের অভিযোগ আসে।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা তো উভয় সংকটে রয়েছি। একদিকে মুসলমান আমাদের বিরুদ্ধে, অপরদিকে যারা ইসলাম বিরোধী, তারাও আমাদের বিরুদ্ধে। ইসলাম বিরোধীরা অজ্ঞতা বশতঃ আমাদেরকে অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে জুড়ে দেয়। তারা পার্থক্যটি বুঝতে পারে না।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এই পরিস্থিতিতে ইসলামকে রক্ষা করা আপনার কাছে কি খুব দুরূহ বলে মনে হয়? হুযুর বলেন, আমরা চেষ্টা করি এবং বিভিন্ন উপায় ও অনুষ্ঠানের মাধম্যে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি। আমরা লোকদের আমাদের লিটেরেচার ও ব্রাওশার পড়তে দিলে তারা আমাদের কথা শুনে এবং সেগুলি পড়ে। ক্রমে ক্রমে মানুষদের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে এবং মানুষ এটি উপলব্ধি করছে যে আমরা অন্যান্য মুসলমানদের চাইতে ভিন্ন, যারা শান্তির বার্তা দেয়। যদিও কাজটি কঠিন, কিন্তু একদিন ইনশাল্লাহ আমার তাদের মন জয় করব।

*একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, সন্ত্রাসবাদের বিপদ সম্পর্কে দেশের সরকারকে কি প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, লক্ষ্য রাখতে হবে। যারা সন্ত্রাসের দিকে যাচ্ছে তাদের পরিবারের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের আচরণ ও চাল-চলনের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এবং এটাও দেখতে হবে যে, তাদের পরিবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে কি না।

এখন এমন পরিস্থিতিও সামনে আসছে যে,এই সব সন্ত্রাসী সংগঠনগুলি তাদের সঙ্গে যোগদানে ইচছুক এই সব ইউরোপীয়ান মানুষদেরকে বলে যে, তোমরা নিজেদের দেশেই অবস্থ ান কর। করণীয় বিষয় সম্পর্কে আমরা তোমাদেরকে গাইড করব। বোমা কিভাবে বানাতে হয়, আক্রমণ কিভাবে করতে হয়, সাইবার আক্রমণ কিভাবে হানতে হয় , সব কিছু আমরা বলে দিব। তারা কম্পিউটারের মাধ্যমে নিত্য-নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। সাইবার আক্রমণের মাধ্যমে অর্থনীতির বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

* সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, এখন রাশিয়া, সিরিয়া সরকারের সাহায্য করছে এবং বিমান আক্রমণও করেছে। রাশিয়ার বক্তব্য তারা সরকার বিরোধী সংগঠন আইসিস ও দাঈশের উপর আক্রমণ করছে। এখন স্থল সেনা পাঠানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করতে চাই না। এই অঞ্চলের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত আছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে একটি বৈঠক হয়েছে। সেখানে ইউরোপিয়ান দেশের প্রতিনিধিবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আলোচনা হয়েছে যে, সিরিয়ার রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করে সেখান পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে হবে। তাই সিরিয়াকে নিয়ে এই সব দেশগুলির নীতিতে বদল এসেছে। এখন তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আশঙ্কা বেড়ে চলেছে। কেবল আইসিস ও দাঈশের মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ নেই, বরং গোটা বিশ্বে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মহা শক্তিগুলির পৃথক পৃথক বলয় তৈরী হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি কয়েক বছর ধরে সতর্ক করে আসছি যে শীত যুদ্ধের পর সমস্ত কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে এমনটি ভেবো না। কিছুই স্বাভাবিক হয় নি। পরিস্থিতি যে দিকে ধাবিত হচ্ছে, যে কোন সময় বিশ্ব যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটতে পারে।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, সিরিয়া থেকে এখানে শরণার্থীরা আসছে এবং খ্রীষ্টানরা এদের সাহায্য করছে।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, খ্রীষ্টানরা সহমর্মিতা প্রদর্শন করছে, তারা অবশ্যই করুক। এটি তো খুবই উত্তম। যদি প্রকৃতই শরণার্থী হয় তবে অবশ্যই সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদে আশঙ্কাও রয়েছে। আইসিসের একজন প্রতিনিধি বলেছে, আগত প্রত্যেক পঞ্চাশ ব্যক্তির মধ্যে একজন আইসিস সদস্য। এভাবে আপনারা কতজন আইসিস সদস্য সংগ্রহ করবেন। এটি আমাদের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এর প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিক বলেন, এর অর্থ হল এমন অনেক মানুষ এসেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, শরণার্থীদের একটি স্থানে থাকার ব্যবস্থা করুন যাতে তাদের উপর নজর রাখা যায়। তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা, বাসস্থান, খাদ্য সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, কিন্তু এর পাশাপাশি নজরদারিও করা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ সিরিয়ার অবস্থার উন্নতি ঘটানোও দরকার, যাতে এরা পুণরায় দেশে ফিরে যাতে পারে। এর পর সেখানে গিয়ে তাদের সাহায্য করুন। তাদের পুনর্বাসন এবং স্বনির্ভর গড়ে তুলতে তাদের সাহায্য করুন।

হুযুর বলেন, দেখনু, জাপান বলেছে তারা যেখানেই থাকুক না কেন সিরিয়ার মানুষদের সাহায্য করবে। কিন্তু তাদেরকে জাপানে থাকতে দিবে না। জাপান তাদের সহায়তার জন্য অর্থ সরবরাহ করছে।

হুযুর বলেন, সৌদি আরব, উপসাগরীয় এবং এই অঞ্চলের মুসলমান দেশগুলি সিরিয়ার প্রতিবেশী দেশ। আর এরা সম্পদশালী দেশও বটে। সিরিয়াকে সাহয্য করা সাহায্য করা এদেরই কাজ। শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সাহায্য করা এদের কর্ত্তব্য।

* সাংবাদিক একটি প্রশ্ন করেন যে, আগামী কাল আপনি পার্লামেন্টে যাবেন। কালকের জন্য আপনার বার্তা কি?

এর উত্তরে হুযুর বলেন, এতক্ষণ যা কিছু বললাম সেটাই আমার বার্তা। ইসলামের সত্য ও সঠিক শিক্ষার বার্তা। শান্তির বার্ত। এখানকার কিছু রাজনীতিবিদ বলেন, ইসলাম হল উগ্রবাদের ধর্ম। আমি সে সম্পর্কে বলব যে, কুরান করীমের শিক্ষা কি । এ সম্পর্কে কুরানে কিছু আয়াতের উদ্ধৃতিও দিতে পারি।

* W.Gieret Gilder প্রসঙ্গে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এই চ্যানেল কি ইসলামের বিরুদ্ধে বলে? এর কথায় আপনি কি ভীত-সন্ত্রস্ত হন। এর উত্তরে হুযুর বলেন, আমরা একদম ভীত-সন্ত্রস্ত নই। প্রত্যেকের বাক-স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমি যা কিছু বলি, যা আমার ধর্ম-বিশ্বাস সেটি সে আমার চাইতে ভাল বুঝবে, এমনটি মনে করার কারোর অধিকার নেই। এটি অনুচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন, আরবী ভাষা নিজের মধ্যে ব্যাপক গভীরতা রাখে। কুরান করীমের বিভিন্ন আয়াতের একাধিক অর্থ আছে যা কেবল আরবী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরাই বুঝতে পারে। অন্যরা এর অর্থ বুঝতে পারে না। আমি আরবী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং কুরানের জ্ঞান রাখি। জানি না গিল্ডার চ্যানেল কুরান করীম পড়েছে কি না। আর যাইহোক আরবী ভাষায় নিশ্চয় পড়ে নি।

*একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, এদের মধ্যেই কিছু মানুষ আমাদের উপর আক্রমণকে প্রতিহত করছে। ব্রিটেনের একজন সাংবাদিক এডওয়েস্ট Evening Standard পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছে, যার শিরোনাম ছিল 'আমাদের খলীফা লন্ডনে আছেন এবং তিনি ভাল কাজ করছেন।' আমরা এই খলীফাকে কেন অনুসরন করব না? জামাতের জলসায় ৩৫ হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছিল। আর সেখানে শান্তি,সৌহার্দ্য ও সহিষ্ণুতা ছাড়া কোন কথা হয় নি।

জুমআর খুতবা

গত সপ্তাহে আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শান্তিপূর্ণভাবে জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে যে আশঙ্কা ছিল সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জলসার এই তিন দিন অত্যন্ত উত্তমভাবে অতিবাহিত হয়েছে এবং সফলভাবে জলসা সমাপ্ত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের জলসা যুগ খলীফার উপস্থিতির কারণে এক দিক থেকে আন্তর্জাতিক জলসায় পরিণত হয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে মানুষ এখানে আসে। কিন্তু এবার এই জলসার ব্যবস্থাপনা বা স্বেচ্ছাসেবীদের দিক থেকেও এটি এক আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আমেরিকার অধিকাংশ খোদ্দাম জলসার পূর্বে কাজ করেছে আর কানাডা থেকে আগত ১৫০-এরও অধিক খোদ্দাম জলসার পরবর্তী ওয়াইন্ডআপ বা গোটানোর কাজ করেছে।

যুক্তরাজ্যের প্রায় ছয় হাজার যুবক, যুবতী, পুরুষ, মহিলা এবং শিশু জলসার মেহমানদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। এসবই আল্লাহ্ তা'লার ফযল যে, তিনি এত অধিক সংখ্যায় কর্মী দান করেছেন।

জলসার অনুষ্ঠান এবং কর্মকর্তারাও এমন নীরব তবলীগ করে থাকে যা তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হয় যা আমরা বিভিন্ন বই পুস্তক বিতরণ বা প্রচার এবং অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে করে থাকি।

জলসায় অংশগ্রহণকারী কিছু মানুষের প্রতিক্রিয়া

*এই জলসায় অংশ গ্রহণ করে আমি তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেছি যারা শান্তি ও ভালোবাসার প্রতিনিধিত্বকরছে। * আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি আশার বাণী লাভ করেছি* আমি আজ পর্যন্ত টিভি-তে সরাসরি সম্প্রচারিত কোন অনুষ্ঠানের এত উন্নত ব্যবস্থাপনা আর কোথাও দেখতে পাইনি*জলসার কর্মীরা এক দেহের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল যার ফলে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে* আমি মনে করি আহমদীয়া জামাত অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করছে আর এরা কখনো ব্যার্থ হবে না ইনশাআল্লাহ্* আজ পর্যন্ত আমি কখনো এমন আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেখিনি। জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে নূর (আলো) বর্ষিত হচ্ছে* আহমদী যুবক এবং শিশুদের সেবা করার স্পৃহা প্রশংসার যোগ্য। বর্তমানে পৃথিবীর কোন জাতিতে এমন যুবক প্রায় নেই বললেই চলে যারা স্বেচ্ছায় এমন সেবা করে যাচ্ছে*আহমদীয়া জামাত প্রত্যেক নতুন আগমনকারীকে প্রেম, ভালোবাসা এবং উন্নত মানের আতিথেয়তার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত এবং নতুন চেহারা দেখিয়ে থাকে*আহমদীয়া জামাত সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের সেবায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত রয়েছে* আপনাদের 'মটো' 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' -এর বাস্তব নমুনা জলসা সালানায় পরিলক্ষিত হয়।

এ বছর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মিডিয়াতেও গত বছরের তুলনায় জলসার সংবাদ অনেক বেশি প্রচারিত হয়েছে।

আমাদের সবার আল্লাহ্ তা'লার কৃজ্ঞতা প্রকাশের গন্ডীকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত আর এর একমাত্র পদ্ধতি হলো আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমলকারী হই। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ১৯ শে আগস্ট , ২০১৬- এর জুমুআর খুতবা (১৯ যাহুর,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লার ফযলে গত সপ্তাহে আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শান্তিপূর্ণভাবে জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে যে আশঙ্কা ছিল সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জলসার এই তিন দিন অত্যন্ত উত্তমভাবে অতিবাহিত হয়েছে এবং সফলভাবে জলসা সমাপ্ত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও জামাতকে সকল প্রকার বিপদাপদ এবং সমস্যাবলী থেকে রক্ষা করুন।

জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ সম্পর্কে আপন পর সকলেই উল্লেখ করেছে, এবং যা সবাই উপলব্ধি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন এর প্রভাব যেন সর্বদা বজায় থাকে। আর আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে এই অঙ্গীকারের সাথে তাঁর সামনে বিনত থাকি। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দানের যে অঙ্গীকার আমরা করেছি এবং জলসার যে সব বিষয় আমাদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে সেগুলোকে যেন সর্বদা নিজেদের জীবনের অংশ করে নেওয়ার চেষ্টা করি। আমাদের সর্বদা এই দোয়া করে যাওয়া উচিত যে, হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর তোমার যে কৃপাবারি বর্ষিত হচ্ছে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত সুসংবাদ সমূহ তুমি যেভাবে পূরণ করে চলেছ তা আমাদের কোন ভুল-ত্রুটি , অযোগ্যতা এবং অপারগতার কারণে আমাদের জীবনের অংশ হওয়া থেকে বঞ্চিত করো না। আমাদের এই দোয়া করা উচিত যে, হে আল্লাহ্! পুণ্য কাজ করার তৌফিকও তোমার কাছ থেকেই পাওয়া যায় এবং তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তিও তোমা হতেই লাভ হয়। তোমার অনুগ্রহেই আমরা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির ওপর বিজয় লাভ করতে পারি। আমাদের তুচ্ছ চেষ্টা-প্রচেষ্টায়ও সর্বদা বরকত প্রদান করতে থাক এবং আমাদেরকে সর্বদা সেসব বান্দার অন্তর্ভুক্ত কর যারা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা এবং সর্বদা তোমার সাথে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে আল্লাহ্ তা'লার এই ঘোষণার প্রকাশস্থল হতে থাকি যে, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (সূরা ইবরাহীম: ৮) অর্থাৎ যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের বর্দ্ধিত করব। তোমাদের আরো বেশি দিব।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জলসার কর্মকান্ড জলসার পূর্বেই শুরু হয়ে যায় এবং সেগুলো করার জন্য খোদ্দাম, আতফাল, আনসাররা ওয়াকারে আমলের জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করে। জলসার দু'তিন সপ্তাহ পূর্বেই এই কাজ শুরু হয়ে যায় যেভাবে আমি পূর্বেও বিগত খুতবাগুলোতে এর উল্লেখ করেছি আর প্রায় দুই সপ্তাহ পর পর্যন্ত এই কাজকর্ম, অর্থাৎ সমস্ত জিনিসপত্র গুটানোর কাজ চলতে থাকে। আর অত্যন্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সাথে তারা ওয়াকারে আমল করে থাকে এবং সেইসাথে জলসার ডিউটিও দিয়ে থাকে।

জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের জলসা যুগ খলীফার উপস্থিতির কারণে এক দিক থেকে আন্তর্জাতিক জলসায় পরিণত হয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে মানুষ এখানে আসে। কিন্তু এবার এই জলসার ব্যবস্থাপনা বা স্বেচ্ছাসেবীদের দিক থেকেও এটি এক আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। গত বছরও কানাডা থেকে খাদেমরা ওয়াকারে আমলের জন্য এসেছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা স্বল্প ছিল আর সুচারুরূপে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করাও সম্ভব হয়নি। অথবা সময়ের স্বল্পতার কারণে তারা সঠিকভাবে সেবা দিতে পারেনি। উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা হয়েছে আর আমার মতে এই উৎকৃষ্ট পরিকল্পনার ফলে খুবই উন্নত কাজ হয়েছে। শুধু তাই নয় বরং সংখ্যাও গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এছাড়া এ বছর আমেরিকা থেকেও খাদেমরা ওয়াকারে আমলের জন্য আসে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই ওয়াকারে আমলের কাজও এখন আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে। কর্মকর্তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসে থাকে। আমেরিকার অধিকাংশ খোদ্দাম জলসার পূর্বে কাজ করেছে আর কানাডা থেকে আগত ১৫০-এরও অধিক খোদ্দাম জলসার পরবর্তী ওয়াইন্ডআপ বা গোটানোর কাজ করেছে। যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব আমাকে জানিয়েছেন যে, বাইরে থেকে আগত এসব খোদ্দামরা কেবল অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথেই কাজ করেছে তাই নয় বরং খুব সুন্দর পরিকল্পনা এবং অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করেছে। আর তারা খুব দ্রুত এই কাজ সমাপ্তও করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন। যুক্তরাজ্যের খোদ্দাম আতফাল যারা ওয়াকারে আমল করেছে এবং ডিউটি দিয়েছে তারাও নিশ্চিতরূপে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারী। তারা অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছে এবং সর্বদা করে থাকে। ব্যবস্থাপনা এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীদের যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তা ও খোদ্দাম আতফালদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পাশাপাশি কানাডা ও আমেরিকা থেকে আগত খোদ্দামদের প্রতিও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আর সবচেয়ে অধিক আমাদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদেরকে এমনসব স্বেচ্ছাসেবী প্রদান করেছেন যারা ইউরোপ এবং এসব পশ্চিমা দেশ সমূহে বসবাস করে এবং এখানেই বড় হয়েছে আর তারা নিঃস্বার্থভাবে কাজও করে থাকে।

যুক্তরাজ্যের প্রায় ছয় হাজার যুবক, যুবতী, পুরুষ, মহিলা এবং শিশু জলসার মেহমানদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। এসবই আল্লাহ্ তা'লার ফযল যে, তিনি এত অধিক সংখ্যায় কর্মী দান করেছেন যারা টয়লেট পরিষ্কার থেকে আরম্ভ করে খাবার প্রস্তুত,পরিবেশন, এবং এছাড়া জলসা গাহ্-র বিভিন্ন কাজ যেমন নিরাপত্তা থেকে পার্কিং এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করা আর এরপর সেসব গুটানো পর্যন্ত অত্যন্ত নৈপুণ্য এবং পরিকল্পনার সাথে কাজ করতে থাকেন। এমন দৃশ্য আমরা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখতে পাই না। অতএব এসব কাজে নিয়োজিত কর্মীরা আমাদের পরম কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকার রাখে। আর একইভাবে সেইসব স্বেচ্ছাসেবীদেরও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি তাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের আতিথেয়তার সুযোগ প্রদান করেছেন। আর তাদের এই দোয়া করা উচিত যে, ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে পূর্বের চেয়ে বেশি এই খিদমত বা সেবা করার তৌফিক প্রদান করেন। বহিরাগত মেহমানরা এই কথার ওপর অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেছে যে, কিভাবে শিশু, যুবক ও বৃদ্ধদের কাজ দেখে তারা প্রভাবিত হয়েছে। এখন কতিপয় মেহমানের অভিব্যক্তি বর্ণনা করছি।

জলসার অনুষ্ঠান এবং কর্মকর্তারাও এমন নীরব তবলীগ করে থাকে যা তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হয় যা আমরা বিভিন্ন বই পুস্তক বিতরণ বা প্রচার এবং অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে করে থাকি।

বেনীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এই জলসায় অংশ গ্রহণ করে আমি তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেছি যারা শান্তি ও ভালোবাসার প্রতিনিধিত্বকরছে। প্রতিটি শিশু ও যুবককে হাসিমুখে অন্যদের সাথে মিলিত হতে দেখেছি। কেউ অপরের ভাষা বুঝতে না পারলেও হাসিমুখে তাকে স্বাগত জানাতো এবং সেই মেহমানের ভাষায় কিছু না কিছু বলার চেষ্টা করত। এই জলসা সালানা প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের এক অনেক বড় উদাহারণ। তিনি বলেন, আমি এই জলসাকে প্রকৃত শান্তি ও সম্প্রীতির কেন্দ্রস্থল বলব। এই জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ নিজে ত্যাগ স্বীকার করে অন্যদের আরাম ও সাচ্ছন্দের প্রতি খেয়াল রাখে। এরপর তিনি বলেন, আপনাদের জলসা আমার জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বরূপ যেখানে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। এত বড় সমাবেশে আমি কাউকে ধাক্কাধাক্কি করতে দেখিনি। প্রতিটি জিনিস এক শৃঙ্খলা এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চলছিল। আমার জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, ডিউটিতে উপস্থিত প্রত্যেক ছোট ও বড় মেহমানদের চাহিদা পূরণে ব্যস্ত ছিল। যদি আকার ইঙ্গিতেও কিছু চাওয়া হতো তাহলে সেই জিনিস না থাকলেও তৎক্ষণাত তা ক্রয় করে প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করা হতো। সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল জলসার সকল অংশগ্রহণকারীর নিরাপত্তার জন্য কার্যকর এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা থাকা। নিরাপত্তার একটি উন্নত ও উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা করা হয়েছিল যার ফলে মনে হচ্ছিল যেন কোন পেশাদার দল এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে অথচ না আমি সেখানে কোন পুলিশের লোক দেখতে পেয়েছি আর না কোন সেনাবাহিনীর লোক দেখতে পেয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমি জানার চেষ্টা করতে থাকি যে, এই ব্যবস্থাপনার পিছনে রহস্য কী? অবশেষে আমি বুঝতে পারি যে, এরা এক খিলাফতের মান্যকারী আর এ কারণে তাদের মাঝে এমন একটি জাতি তৈরি হয়েছে যারা সকল প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে। অতএব বাহির থেকে আগত মেহমানদের ওপর এমন প্রভাবই পড়ে থাকে।

এরপর বেনীনেরই একজন সাংবাদিক এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এই জলসার উন্নত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যদি কাউকে বলা হয় তাহলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না যতক্ষণ নিজের চোখে এটি না দেখবে। আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি আশার বাণী লাভ করেছি। পৃথিবীর সর্বত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের জলসায় সেসব যুবক এবং শিশুদের দেখেছি যারা নিজেদের জন্য চিন্তা ভাবনা করার পরিবর্তে অন্যদের সেবা করার জন্য উপস্থিত এবং প্রস্তুত থাকে। এসব যুবক এবং শিশুদের মাধ্যমে এক নতুন পৃথিবী জন্ম নিবে যেখানে কোন স্বার্থপরতা থাকবে না বরং অন্যদের সেবা করাই এক মহান উদ্দেশ্য হবে। আর এই উন্নত শিক্ষার সাথে ইসলাম আহমদীয়াত আজ অন্যদের জন্য এক পরিচ্ছন্ন আয়নার ন্যায় যা ইসলামের মনোরম চেহারা পৃথিবী বাসীর সামনে উপস্থাপন করছে। তিনি বলেন, আমি সাংবাদিক হওয়ার কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গায় গিয়েছি। আমি সৌদি আরবে হজ্জ-এর ব্যবস্থাপনা দেখেছি, ইরানেও বিভিন্ন বড় বড় সমাবেশে অংশ নিয়েছি। আমি ইউ এন ও আয়োজিত বিভিন্ন বড় বড় সম্মেলনেও অংশ নিয়েছি কিন্তু এমন উন্নত ব্যবস্থাপনা আমি অন্য কোথাও দেখতে পাইনি। এর কারণ হলো সেসব একনিষ্ঠ এবং হৃদয়ে ভালবাসা ও মানবতার সম্মান পোষণকারী আবাল, বৃদ্ধ ও বনিতারা যারা এই জলসায় সেবা দানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং যারা সর্বদা তাদের খলীফার নির্দেশনা লাভ করে। তিনি বলেন, আমি আমার আন্তরিক অবস্থা সঠিকভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে অপারগ। তিনি আরো বলেন, এটি আমার জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা যে, বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের এখানে হাসিমুখে মেহমানদের সেবা করতে দেখা গেছে। আমি এই বিষয়টি বুঝতে পারিনি যে, তাদের মাঝে কে ধনী এবং কে গরীব। একই উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সমানে তাদেরকে অন্যদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দের জন্য দিন রাত পরিশ্রম করতে দেখা গেছে। তিনি বলেন, এম টি এ-র ব্যবস্থাপনাও আমাকে খুবই অবাক করেছে। আমি বেনীনে ন্যাশনাল টিভির ডাইরেক্টর ছিলাম। আমি আজ পর্যন্ত টিভি-তে সরাসরি সম্প্রচারিত কোন অনুষ্ঠানের এত উন্নত ব্যবস্থাপনা আর কোথাও দেখতে পাইনি। ইউ এন ও-তেও এতগুলি ভাষায় সরাসরি অনুবাদ হয় না যতটা আপনাদের এখানে এম টি এ-র মাধ্যমে বক্তৃতা সমূহের সরাসরি অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল। এই জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে নিজ ভাষায় সরাসরি বক্তৃতা সমূহের অনুবাদ শুনে এটি অনুভব করেছে যেন এই জলসা তার নিজের দেশেই হচ্ছে, তার ভাষায় এবং তার জাতিতেই হচ্ছে। আমি আহমদীয়াতের কাছে এটি শিখেছি যে, ঈমানকে অন্যান্য সকল বিষয়াদির উপরে স্থান দাও আর সত্যেরই বিজয় হয়। শক্তিশালী সর্বদা শক্তিশালী থাকে না। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি বলব যে, কেউ সঠিকভাবে আমল করলে খোদার সাথে সাক্ষাতের পথ আজও খোলা আছে।

কঙ্গোর কিনসাশার একটি অঞ্চলের এটর্নি জেনারেল সাহেবও এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ২৫ বছর যাবৎ মেজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত আছি। আমি গভীরভাবে জলসা পর্যবেক্ষণ করেছি আর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, কেবল অর্থের মাধ্যমে কিছুই করা সম্ভব নয় যতক্ষণ ঐক্য না থাকে। আপনি যদি এক দেহের ন্যায় হয়ে যান তাহলে সব কিছু সম্ভব হয়ে যায়। জলসার কর্মীরা এক দেহের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল যার ফলে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে। এক জঙ্গলকে তারা বসবাসযোগ্য করে তুলেছে যেখানে সবকিছু সহজলভ্য ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টয়লেট, আবাস স্থল, রেডিও ও টিভি স্টেশন যেখানে বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ধনী, গরীব, বড় বড় পদাধিকারী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষিত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবি সবাই এক হয়ে কাজ করছিল। প্রায় চল্লিশ হাজার মেহমানদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা,তাদের আসা-যাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার খেয়াল রাখা কোন সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু এই কঠিন কাজ প্রায় ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবী মিলে কোন হট্টগোল এবং বিশৃঙ্খলা ছাড়াই খুশি মনে করে যাচ্ছিল। এসব স্বেচ্ছাসেবীদের মাঝে তিন বছর থেকে নিয়ে আশি বছর বয়সী লোকেরা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ শিশু এবং বৃদ্ধরাও এর অন্তর্ভু ক্ত ছিল। তারা অন্যদের সেবা করে আনন্দিত হচ্ছিল। আমি তো সবদিকে কেবল ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বই দেখতে পেয়েছি। তিনি বলেন, আমি মনে করি আহমদীয়া জামাত অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করছে আর এরা কখনো ব্যার্থ হবে না ইনশাআল্লাহ্। আমি সবাইকে এ কথাই বলতে চাই যে, এই জামাতকে যদি নিকট থেকে দেখেন তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। তিনি আরো বলেন, আমি যখন জলসায় আসি তখন শুধুমাত্র প্রথম আধা ঘন্টা নিজেকে অপরিচিত বলে মনে হয়েছে। এরপর মানুষ নিজে থেকেই আমার সাথে এসে সাক্ষাৎ করতে থাকে। এমন মনে হচ্ছিল যেন আমরা সবাই একে অপরকে বহু বছর ধরে জানি।

এটিও জলসার একটি সৌন্দর্য যে, শুধু জলসার কর্মীরাই অন্যদের ওপর প্রভাব ফেলে না বরং জলসায় অংশগ্রহণকারীরাও অন্যদের প্রভাবিত করতে থাকে আর এভাবে এক নীরব তবলীগ হতে থাকে। অতএব এদিক থেকে যেখানে ডিউটি প্রদানকারীদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তারা নিজেদের কাজের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচার করছেন এবং অমুসলিমদের প্রভাবিত করছেন আর সেই সাথে আল্লাহ্ তা'লা কৃপাভাজন হচ্ছেন সেখানে অংশগ্রহণকারী আহমদীদেরও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, তিনি তাদের মাধ্যমে এক নীরব তবলীগের কাজ করাচ্ছেন।

নাইজারের রাষ্ট্রপতির ধর্মবিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টাও এ বছর জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি প্রায় সারা বছরই ভ্রমণ করি এবং ধর্মীয় সভাসমূহে অংশগ্রহণ করি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কখনো এমন আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেখিনি। জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে নূর (আলো) বর্ষিত হচ্ছে। বয়আতের দৃশ্য দেখার পর তিনি বলেন, আমি যেন বয়আতে রিযওয়ান-এ অংশ নিয়েছি।

জাপান থেকে এক বন্ধু আয়োমা ইউসুফ সাহেব অংশগ্রহণ করেন যিনি সুপরিচিত স্কলার এবং জাপান এগ্রিকালচারের প্রধান। তিনি বলেন, আহমদী যুবক এবং শিশুদের সেবা করার স্পৃহা প্রশংসার যোগ্য। বর্তমানে পৃথিবীর কোন জাতিতে এমন যুবক প্রায় নেই বললেই চলে যারা স্বেচ্ছায় এমন সেবা করে যাচ্ছে। কোথাও যুবকরা ছোটাছুটি করে খাবার খাওয়ানোর কাজে ব্যস্ত, কোথাও কেউ মেহমানদের আনা নেয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থায় রত, কোথাও শিশুরা পানি পান করাচ্ছে, আবার কোথাও বয়স্করা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রয়েছে- এই দৃশ্য কেবল জলসা সালানাতেই দেখা যায় যে। আর বিশেষ করে শিশুদের উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এতে অংশ নেওয়া এ কথা স্পষ্ট করছে যে, আহমদীয়াতের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়ই উজ্জ্বল। ইনশাআল্লাহ্ এমনই থাকবে।

এরপর উগান্ডার ভাইস প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড সিকান্দি সাহেবও এসেছিলেন। তিনি বলেন, যখন তাকে জলসা গাহ্ ঘুরে দেখানো হয় এবং বলা হয় যে, সকল কর্মকর্তাগণ আসলে স্বেচ্ছাসেবী তখন তিনি খুবই অবাক হন। এরপর সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার কর্তব্যরতদের দেখে তিনি জানতে চান যে, অন্যান্যরা তো স্বেচ্ছাসেবী ঠিক আছে, কিন্তু এদেরকে নিশ্চয় পয়সা দেওয়া হয়। উত্তরে যখন তাকে জানানো হয় যে, এখানে কর্মরত সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছে তখন তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন। তিনি বলেন, আমি আমার সারা জীবনে মুসলমানদের এত বড় সমাবেশ দেখিনি যেখানে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে অবস্থান করছে। আর আমি মুসলমানদের সম্পর্কে এটিই শুনেছিলাম যে, তারা মানুষের গলা কাটে এবং অন্যদের কষ্ট দেয়। উগান্ডাতেও মুসলমানরা পরস্পর লড়াই করতে থাকে এবং সরকারকে মাঝে মাঝেই সেখানে হস্তক্ষেপ করতে হয়। কিন্তু এখন আমি জানতে পেরেছি যে, কারা সত্য এবং প্রকৃত মুসলমান। আমি জানতে পেরেছি যে ইসলামের শিক্ষা হলো শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা।

রাশিয়া থেকে একজন মেহমান এসেছিলেন, রীনা সুরীন্‌কো সাহেবা যিনি একজন মহিলা ডাক্তার। তিনি রাশিয়ায় ইন্সটিউট অব ওরিয়্যান্টাল স্টাডিজ-এ প্রফেসর। তিনি বলেন, জামাতের এই জলসায় অংশগ্রহণ আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল যা আমি কখনো ভুলব না। এর কারণ শুধু এটি নয় যে, জলসার ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল বরং এর অনেক বড় একটি কারণ হলো এই যে, জলসার পরিবেশ আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ছিল। আহমদীয়া জামাত প্রত্যেক নতুন আগমনকারীকে প্রেম, ভালোবাসা এবং উন্নত মানের আতিথেয়তার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত এবং নতুন চেহারা দেখিয়ে থাকে।

আইসল্যান্ড থেকে একজন মেহমান এসেছিলেন। তিনি বলেন, এই জলসায় অংশগ্রহণ করা আমার জীবনের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা সমূহের মধ্যে একটি ছিল। চল্লিশ হাজার লোককে এক জায়গায় একত্রিত দেখে আমার ঈমান পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে আগত এত সংখ্যায় মানুষকে পূর্ণ শান্তি এবং ভালোবাসার সাথে মিলেমিশে থাকতে দেখে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। আমি আপনাদের আতিথেয়তার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আর আমি চেষ্টা করব যেন ইসলামের প্রকৃত শান্তি এবং ভালোবাসার বাণীকে প্রচার করতে পারি।

অতএব এই যে আমাদের জলসার পরিবেশ, এটি দেখেও মানুষ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়।

অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা অনেক সময় হয়তো এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। অতএব এটিও আল্লাহ্ তা'লার ফযল তথা অনুগ্রহ যে, মেহমানদের সামনে সচরাচর এমন ঘটনা ঘটে না। এ বছরও এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা ঘটা উচিত হয়নি। কতিপয় লোক নিজেদের মাঝে ঝগড়াও করেছে। এমন লোকদের খেয়াল রাখা উচিত যে, তারা কেবল জামাতের সুনাম হানির কারণই হচ্ছে না বরং বহিরাগত মেহমানদের এমন এক বার্তা দিচ্ছে যা ইসলাম থেকেও তাদের দূরে ঠেলে দেয় এবং আহমদীয়া জামাতকেও সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয় যাদের সম্পর্কে মানুষ সুধারণা পোষণ করে না। প্রত্যেক আহমদীর উচিত বিশেষভাবে জলসার সময় এবং এমনিতেও সাধারণভাবে এ কথার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা ।

গ্রীস থেকে যে প্রতিনিধি দল এসেছিল তাদের একজন বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে স্বেচ্ছাসেবীরা সমস্ত কাজ করেছে। বিভিন্ন দিশ থেকে আগত মেহমানদের সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখন আমি কতগুলি দেশ থেকে মানুষ এখানে এসেছে তা দেখার জন্য একটি তালিকা তৈরি করা আরম্ভ করি। আমি খুবই অবাক হই যে, আমার তালিকায় দেশের সংখ্যা ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, জলসার তৃতীয় দিন যখন মার্কিতে বয়আতের অনুষ্ঠান দেখি তখন এটি আমার জন্য একটি অবর্ণনীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল। আমি অনেক মানুষের চেহারা আবেগে পরিপূর্ণ দেখি। সত্যিই এটি খুব সুন্দর একটি দৃশ্য ছিল।

এরপর মেকডোনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া থেকেও একটি বড় দল এসেছিল। তাদেরই একজন মহিলার অভিব্যক্তি বর্ণনা করছি। তিনি বলেন, জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা আমাকে খুবই হতবাক করেছে। প্রত্যেক মেহমানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিস এখানে উপস্থিত ছিল। মেহমানদের সেবায় রত ছোট ছোট শিশুদের দ্বারা আমি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছি।

গুয়েতামালার একজন সংসদ সদস্য যার নাম খিও সেলিয সাহেব, তিনি বলেন, মেহমানদের সেবার মান ঈর্ষনীয়ভাবে উন্নত ছিল। এভাবে শিশুদের কাজের দায়িত্ব দিয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা হয় যেন তারা সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। এটি সত্যিই অনুকরণীয়।

অতএব জলসা সার্বিকভাবে প্রত্যেক আহমদীর জন্য যেখানে বিশ্বাসগত এবং আমলগত উৎকর্ষ সাধনের কারণ হয়, আমলগত সংশোধনের

দিকেও অধিকাংশের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ সংশোধন করে থাকে, সেখানে এই জলসা অন্যদের ওপরও প্রভাব ফেলে। জলসা শুধুমাত্র তরবিয়তেরই অংশ নয় বরং এখন তো এটি এতই বিস্তৃত হয়েছে যে,এই জলসা সালানা আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলাম প্রচারের নতুন নতুন রাস্তা উন্মোচিত করছে। এর মূল এবং সর্ববৃহৎ উদ্দেশ্য হল জামাতের সদস্যদের তরবিয়ত। তথাপি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এখানে আগমন করার ফলে তবলীগের নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। মেহমানরা এই কথার বহিঃপ্রকাশ করেন যে, ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না আর মিডিয়া এবং বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে ইসলামকে উপস্থাপন করে সেটিই আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। তাদের অধিকাংশই বলেন যে, মুসলমান নাম শোনা মাত্রই সন্ত্রাস এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আর অত্যাচারের দৃশ্যাবলী আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, কিন্তু আজ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উত্তম দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করে আমরা এখন নিজেদের গন্ডি ও পরিবেশে মানুষকে এটা বলতে পারব যে, ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা দেখতে হলে আহমদীয়া জামাতকে দেখ।

এই প্রসঙ্গে আমি এখন আরো কিছু মানুষের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করছি। গুয়েতামালার সংসদ সদস্য আলিয়ানা সাহেবা বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জলসা সালানায় এটি আমার প্রথম অংশগ্রহণ আর এটি আমার জন্য একটি অত্যন্ত সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল। আমি এখানে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। জামাতের রীতি-নিয়মের ব্যাপারে অনেক কিছু জেনেছি। বিশেষ করে তাদের আতিথেয়তা এবং প্রেম - প্রীতিপূর্ণ আচরণ ছিল ঈর্ষনীয়। বিভিন্ন চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন জাতির লোক হওয়া সত্ত্বেও এমন ভালোবাসাপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দৃশ্য অবশ্যই অনুকরনীয়। এই জলসায় অংশগ্রহণ আমার জীবনের স্মরণীয় একটি ঘটনা। এই জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি উচ্ছসিত। তিনি বলেন, এখান থেকে অবিস্মরণীয় সুখকর স্মৃতি নিয়ে নিজের দেশ গুয়েতামালায় ফিরে যাচ্ছি যে, সঙ্গে এও আশা করব যে আগামীতেও আমি যেন এই মুবারক জলসায় অংশগ্রহণ করার তৌফিক লাভ করি।

একজন অ-আহমদী বন্ধু যাকারিয়া সাদী সাহেব যিনি পিএইচডি-র ছাত্র, তিনি বলেন, আমি মনে করি জলসা সালানা একটি অসাধারণ সুন্দর অনুষ্ঠান। আমার দৃষ্টিতে ইসলামের সুন্দর চেহারা দেখানোর জন্য এটি খুবই উপযুক্ত একটি মাধ্যম। এছাড়া জলসার মাধ্যমে এই বিষয়টিও সামনে এসেছে যে, আহমদীয়া জামাত সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের সেবায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত রয়েছে। যেমন আফ্রিকার দেশ সমূহে দরিদ্রদের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করা, তাদের জন্য পানীয় জল সরবরাহ করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

এরপর আরেকজন অ-মুসলিম বন্ধু, আমার মনে হয় তার নাম টোনি ওয়াইটিং সাহেব, তিনি বলেন, জামাতকে দেখে আমি এই কথা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করি যে, যুক্তরাজ্যের মানুষ আপনাদের জামাত থেকে অনেক জিনিস শিখতে পারে বিশেষত ভ্রাতৃত্ব কেমন হওয়া চাই আর কিভাবে একতাবদ্ধ হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করতে হয় এবং কিভাবে যুবকদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন নিরর্থক পার্থিব আকর্ষণের পরিবর্তে পৃথিবীর জন্য এক মূল্যবান কর্মপন্থা তৈরী হতে পারে। বিশ্বব্যাপী মানুষ আপনাদের জামাতে কেন অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন, সে বিষয়ে আমি মোটেই বিস্মিত নই।

এছাড়া নওমোবাঈনদেরও বিভিন্ন অভিব্যক্তি রয়েছে। জলসা তাদের জন্যও তরবিয়তের একটি মাধ্যম হয়ে থাকে। গুয়েতামালার একজন নওমোবাঈন লুইস আলফ্রেদো সাহেব বলেন, সারা পৃথিবী জুড়ে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার প্রসারকারী এক জামাতের সদস্য হওয়া আমার জন্য একটি মহান বিষয়। এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জামাতে আহমদীয়ার সালানা জলসা যাতে বিভিন্ন জাতি এবং বর্ণের মানুষ থাকা সত্ত্বেও এটি ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। আর আপনাদের 'মটো' 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' -এর বাস্তব নমুনা জলসা সালানায় পরিলক্ষিত হয়।

এরপর বেলজিয়ামের এক বোন ফাতেমা দিয়ালু সাহেবা তার দুই সন্তানসহ জলসায় অংশগ্রহণ করেন এবং সন্তানদের সাথে নিয়েই তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমাকে আমার স্বামী জামাতের সাথে পরিচয় করিয়ে ছিলেন, কিন্তু আমি জামাত সম্পর্কে বিভ্রান্তির মাঝে ছিলাম কেননা কেউ বলতো জামাতে আহমদীয়া অন্যান্য ফিরকার মতই একটি ফিরকা, আবার কেউ বলতো এরাতো মুসলমানই নয়। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি এর সত্যতা যাচাই করব। জলসায় অংশ নেওয়ার পর আমি জানতে পারি যে, আহমদীয়া জামাতের লোকজন অত্যন্ত ভালো এবং ভদ্র আর সবচেয়ে বড় কথা হলো তারা সত্যিকার মুসলমান। এরপর তিনি আমার বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেন যে, সেসব বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর হাদীস সমূহের উল্লেখ করা হয় যেখানে শান্তি, নিরাপত্তা, সত্যতা, দৃঢ়তা ও সহমর্মিতার শিক্ষা ছিল। তিনি আরো বলেন, খোদা তা'লার অপার কৃপা যে, তিনি আমাদের সেই পথ দেখিয়েছেন যা আমাদেরকে তাঁর দিকে নিয়ে যায়। এরপর তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন যে, অনেক স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা দিনরাত অক্লান্তভাবে আমাদের নিরাপত্তার খেয়াল রাখেন এবং আমাদের প্রতি অনেক সম্মান প্রদর্শন করেন।

এরপর জাপানের একজন প্রফেসর সাহেব যার উল্লেখ পূর্বেই আমি করেছি তিনি বলেন, জলসায় ৮০টি দেশের প্রায় ৩০ হাজারের অধিক লোক অংশ গ্রহণ করে। প্রথম দিন আমার কাছে মনে হয়েছে এই জলসা সালানা এবং এখানে যেসব পতাকা লাগানো হয়েছে সেগুলো ঠিক যেন জাতিসংঘের চিত্র উপস্থাপন করছে। কিন্তু আমি যখন যুগ খলীফার সমাপনী ভাষণ শুনি তখন আমার ধারণা পাল্টে যায় কেননা জাতিসংঘে তো কেবল প্রত্যেক দেশের দূতরা অংশগ্রহণ করে এবং নিজ নিজ স্বার্থের কথা বলে তা উচিত হোক বা অনুচিত। কিন্তু যুগ খলীফা সারা পৃথিবীর জন্য ন্যায়-নীতির কথা বলেছেন আর এই বিষয়টিই জলসা সালানাকে জাতিসংঘ থেকে পৃথক করেছে।

এ বছর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মিডিয়াতেও গত বছরের তুলনায় জলসার সংবাদ অনেক বেশি প্রচারিত হয়েছে। আমাদের প্রেস এবং মিডিয়া বিষয়ক যে কেন্দ্রীয় অফিস রয়েছে তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী এই প্রচারণা জলসার পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং বিবিসি, রেডিও ফোর, দি ইকোনোমিস্ট, দি গার্ডিয়ান, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, চ্যানেল ফোর, ডেইলি টেলিগ্রাফ, ডেইলি এক্সপ্রেস, ডেইলি মেইল যা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অনলাইনে পঠিত সংবাদপত্র ইত্যাদিতে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। ডেইলি মেইল ও দি সান এ দু'টি ইউকে-তে সবচেয়ে বেশি পঠিত সংবাদপত্র। রেডিও এবিসি লন্ডন, লাইভ টিভি, স্কাই নিউজ, চ্যানেল ফাইভ, স্কটিশ টিভি, বেলফাস্ট টেলিগ্রাফ এবং নটিঙ্গহাম পোষ্ট ইত্যাদি সবগুলোতেই জলসার প্রচারণা হয়েছে। এছাড়া বিবিসির বিভিন্ন আঞ্চলিক স্টেশনসমূহেও খবর প্রচারিত হয়েছে। এভাবে তাদের ধারণা হলো প্রিন্ট এবং অনলাইন মিডিয়া পাঠকদের সংখ্যা আনুমানিক ৪ কেটি ১০ লক্ষ। রেডিও শ্রোতাদের সংখ্যা ২৪ লক্ষ। টেলিভিশনে দর্শকদের সংখ্যা আর সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ৯কেটি ১০ লক্ষ লোকের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। এভাবে যদি সবাইকে একত্রিত করা হয় তাহলে মোট সংখ্যা সাড়ে ১৩ কোটি দাঁড়ায় কিন্তু তারা সতর্কতামূলক এই রিপোর্ট লিখেছেন যে, আমরা যদি ধরে নিই সবাই পত্রিকা পড়ে না এবং পাঠকরাও সব সংবাদ পড়ে না আর এভাবে যদি এই মোট সংখ্যার ২০ শতাংশও নেওয়া হয় তবুও এক কেটি আশি লক্ষের বেশি লোকের কাছে এই সংবাদ অর্থাৎ জলসার সংবাদ এবং আহমদীয়া জামাতের প্রীতি ও ভালোবাসার বাণী পৌঁছেছে।

যদি এই সূত্রই প্রয়োগ করা হয় তবে গত বছরের সংখ্যা এর তুলনায় অনেক কম ছিল। আমরা যদি কেবল ২০ শতাংশকেই গণনা করি তবুও গত বছরের তুলনায় ৬ মিলিয়নের চেয়ে বেশি লোকের কাছে এই বাণী পৌঁছেছে। আর এমনিতেও আমার ধারণা মতে এই সংখ্যা একশ' মিলিয়নের ওপরে হয়ে থাকবে যদিও তা এভাবে গণনা করা হয়নি। এই প্রচারণায় আমাদের প্রেস এবং মিডিয়া বিভাগ নিজেও অবাক হয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লারই বিশেষ কৃপা যার ফলে এদিকে এত বেশি মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের তবলীগ বিভাগের মিডিয়া টিমের রিপোর্ট অনুযায়ী সাউথ ওয়েষ্ট লন্ডনার নামের একটি পত্রিকায় ৩টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। অনলাইনে এই পত্রিকার পাঠক সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। স্কটল্যান্ডের হেরাল্ড ম্যাগাজিনে জলসার প্রেক্ষিতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর পাঠক সংখ্যাও আনুমানিক এক লক্ষ বা পনে দু'লক্ষ। এছাড়া বেলজিয়ামের দু'টি জাতীয় পত্রিকা জলসার বরাতে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। গিয়ানা থেকে একজন মহিলা সাংবাদিক তার ক্যামেরাম্যানসহ জলসায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানকার টিভিজি চ্যানেলে বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যার খবরে জলসা সালানার বরাতে খবর প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া গিয়ানার খ্যাতনামা পত্রিকা গিয়ানা টাইমস-এও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিশ্চিতভাবে যে অনুমান করা হয়েছে

সে অনুযায়ী টিভি চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা ২ লক্ষের বেশি অপর দিকে গিয়ানা টাইমস পত্রিকার পাঠক সংখ্যা ৩ লক্ষের অধিক।

এই সংবাদপত্র গুলোতে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর কারণে পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। মানুষ এসব প্রবন্ধের নিচে নিজেদের মন্তব্য লিখেছে। অনেকের মন্তব্য হলো এই যে, আহমদীয়া জামাতের ফির্কাটি অন্যান্য সকল ফির্কা থেকে স্বতন্ত্র এবং সত্যিকার অর্থেই তারা শান্তিপ্রিয় লোক কিন্তু তবুও অন্যান্য মুসলমানরা তাদেরকে ঘৃণা করে।

এরপর একজন লিখেছেন, আহমদীয়া জামাত একটি শান্তিপ্রিয় জামাত তথাপি পৃথিবী জুড়ে সুন্নী মুসলমানরা তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করে থাকে এবং তাদেরকে কাফির বলে থাকে। তিনি আরো বলেন, জামাতে আহমদীয়ার লোকেরা হিন্দুদের প্রভু কৃষ্ণকে নবী মনে করে। এরা খুবই শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য মুসলমান থেকে পৃথক আর এ কারণে পৃথিবীজুড়ে তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করা হচ্ছে।

এছাড়া কোন কোন পত্রিকায় এটিও লেখা হয়েছে যে, আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে সংবাদ পাঠ করে ভালো লেগেছে। আমরা আশা করি যে, আহমদীয়া জামাত সেসব লোকদের ওপরও প্রভাব ফেলবে যারা ইসলামকে উগ্রপন্থী মনে করে।

এছাড়া একজন এটিও লিখেছেন, মানুষ প্রশ্ন করে যে, মুসলমানরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কবে সোচ্চার হবে।একইভাবে এই লেখক আরো লিখছেন যে, পত্রিকায় পড়েছি আহমদী মুসলমানরা ব্যাপক পরিসরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যাচ্ছে এবং এক দীর্ঘ সময় ধরে সন্ত্রাসের নিন্দা করছে কিন্তু মানুষ তাদের কথার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না এবং মিডিয়ার অন্যান্য সংবাদের ওপর ভিত্তি করে মুসলমানদেরকে মূল্যায়ন করে যাচ্ছে।

ফ্রান্স থেকে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রেক্ষিতে একজন লিখেছেন আমি আশা করি ফ্রান্সেও এমন একটি জলসা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে সন্ত্রাসীরা অন্যদের ওপর নিজেদের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাবে না। অনেকের অনুভূতি এরকম যে, অনেক দিন থেকেই তারা এর আবশ্যকতা অনুভব করছে কিন্তু এই কাজ এখন হচ্ছে, যদিও জামাতে আহমদীয়া শত বছরেরও বেশি সময় যাবৎ এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রেস এবং মিডিয়া আমাদের সংবাদ এ কারণে প্রচার করে না কেননা এখানে তাদের মনের মত জিনিস নেই। এখন যেহেতু প্রেস আমাদের সংবাদ প্রচার করা শুরু করেছে তাই তারা ভাবছে এরা হয়তো এবারই প্রথম এই কাজ করছে।

এমটিএ আফ্রিকা এবং অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে আফ্রিকাতেও ব্যাপক প্রচারণা হয়েছে। এবারই প্রথম এমটিএ আফ্রিকা ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে। পূর্ব এবং পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শত শত মানুষ এর জন্য শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছে।

এমটিএ আফ্রিকা ছাড়াও নিম্নোক্ত টিভি চ্যানেলগুলো জলসা সম্প্রচার করেছে। ঘানা ন্যাশনাল টেলিভিশন, সাইনপ্লাস টিভি ঘানা, টিভি আফ্রিকা, সিয়েরালিওন ন্যাশনাল টিভি এবং এমআই টিভি নাইজেরিয়া। বেনীনের একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেল আইটেল আমার বক্তৃতার পুরোটাই সম্প্রচার করেছে। কঙ্গো ব্রাজাবিলের একটি নির্দিষ্ট এলাকাতেও জলসার প্রোগ্রাম টিভি এবং রেডিওতে সম্প্রচার করা হয়েছে। উগান্ডার ব্রডকাস্টিং করপোরেশন প্রথমে জলসার সম্প্রচার করতে অপারগতা জানিয়েছিল কিন্তু অবশেষে তারাও জলসা সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছে। এছাড়া উগান্ডার পাশাপাশি রুয়ান্ডাতেও জলসার সম্প্রচার দেখানো হয়েছে।

মিডিয়ার প্রচারণাএবং জলসার কারণে অনেক বয়আতও হয়েছে। কঙ্গো ব্রাজাবিলের এক খ্রিষ্টান বন্ধু জনাব ওয়েলী-কে মিশন হাউসে জলসা সালানা দেখার আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি তিন দিনই জলসা সালানা দেখেন এবং জলসা শেষে তিনি বলেন, আমি প্রথমে মুসলমানদের বিষয়ে খুবই ভীত ছিলাম কিন্তু এখানে এসে আমি দেখেছি যে, সব ক্ষেত্রেই প্রেম ভালোবাসার কথা হচ্ছে। আর বিশেষভাবে যুগ খলীফার বক্তৃতা আমাকে বিমোহিত করেছে। জামাতে আহমদীয়ার স্বপক্ষে এখন আমার কোন দলীল প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আমি বয়আত করে জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।

এছাড়া এক স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের স্ত্রী খ্রিষ্টান ছিলেন, তাকে অনেক তবলীগ করা হয়েছে কিন্তু তিনি বয়আত করেননি। এবার তিনি জলসার কর্মকাণ্ড দেখেন আর আমার বক্তৃতা শুনার পর তিনি বলেন যে, এই বক্তৃতা আমাকে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করেছে । কেননা এটি সত্য সত্যই জীবন যাপনের রীতি-নীতি ও পদ্ধতি শিখাচ্ছে।

অতএব আমি মাত্র এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। এরকম অগণিত উদাহারণ আমার কাছে এসেছে এবং হয়তো আরো অনেক আসবে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের গন্ডি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। তাই আমাদের আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা আদায়ের গন্ডিও ব্যাপকতর হওয়া উচিত যেন আমরা لَأَزِيدَنَّكُمْ -এর উত্তরাধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আরো অধিক পুরস্কারে ভুষিত করুন।

অতএব, জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক আহমদী এবং যারা এখানে শামিল হতে পারেননি এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে দেখেছেন তাদেরও সবার আল্লাহ্ তা'লার কৃজ্ঞতা প্রকাশের গন্ডীকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত আর এর একমাত্র পদ্ধতি হলো আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমলকারী হই। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

এছাড়া আমি ব্যবস্থাপনাকেও বলতে চাই, সময় অনেক হয়ে গেছে, তাই এ সম্পর্কে বেশি কথা বললাম না। কিছু কিছু ঘাটতি রয়েছে। অনেক জায়গা থেকে আমাকে এই বিষয়ে অবগত করা হয়েছে যেমন স্কেনিং-এর বিভাগ এবং অন্যান্যা জায়গায় যেমন পার্কিং এর জায়গা আর একইভাবে সিকরিটিতেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অতএব এ ক্ষেত্রে আরো ভাল পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই ব্যবস্থাপনার এখন থেকেই কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত যে, কি পরিকল্পনা করতে হবে আর কিভাবে এসব দুর্বলতা দূর করা যায়। উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থাপনা গ্রহণের চেষ্টা করুন আর আমাকে এর রিপোর্ট দিন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

একের পাতার পর.....

এই পক্ষেও এবং ঐ পক্ষেও। কোন দলেই কোন মোশরেক ছিল না। এতদ্সত্বেও ইহুদীদের উপর কোন দয়া করা হইল না এবং ঐ একেশ্বরবাদী লোকদিগকে কেবলমাত্র রসূলকে অস্বীকার ও তাঁহার মোকাবিলা করার দরুন মারাত্মকভাবে হত্যা করা হইল। এমনকি একবার দশ হাজার ইহুদীকে একদিনেই হত্যা করা হইয়াছিল। অথচ তাহারা কেবল নিজেদের ধর্মের হেফাযতের জন্য অস্বীকার ও মোকাবিলা করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী পাকা একেশ্বরবাদী ছিল এভং খোদাকে এক-অদ্বিতীয় জানিত।

হ্যাঁ এই কথা নিশ্চয় মনে রাখিবে যে, নিঃসন্দেহে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা মুসলমান হয় নাই বলিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হয় নাই; বরং তাহার খোদার রসূলের মোকাবিলা করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। এইজন্য তাহারা খোদার নিকট শাস্তিযোগ্য হইয়া গিয়াছিল এবং পানির ন্যায় তাহাদের রক্ত যমীনে প্রবাহিত করা হইয়াছিল। অতএব বলা বাহুল্য, যদি তওহীদ যথেষ্ট হইত তবে ইহুদীদের কোন অপরাধ ছিল না। তাহারা তো একেশ্বরবাদী ছিল। তাহারা কেবলমাত্র রসূলে অস্বীকার ও মোকাবেলা করার জন্য কেন খোদা তা'লার নিকট শাস্তিযোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল।

*টীকা: "কোন কোন" শব্দটি এই জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে যে, শাস্তি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের সব কয়টি পূর্ণ হওয়া জরুরী নহে। কোন কোনটির পরিসমাপ্তি ক্ষমার দ্বারাও হইতে পারে।

১) বনুকারায়যা নামক ইহুদী গোত্রের যে সকল যুবককে একদিনে হত্যা করা হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা সম্পর্কে ইতিহাসে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা আছে। কেহ কেহ চার শত, কেহ সাত শত, কেহ কেহ আটশত এবং কেহ কেহ নয়শত লিখিয়াছেন। ইহা সম্ভব যে, কোন কোন বর্ণনায় ইহার চাইতে অধিকও হইতে পারে। এইজন্য মনে হয় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই স্থানে দশ শতকের অঙ্কে লিখিয়াছেন, যাহা কাতেব (লেখক) দশ হাজার বুঝিয়াছেন! এ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে হাজারের যে উল্লেখ রহিয়াছে উহার অর্থ বহু সংখ্যক ইহুদী যাহারা বিভিন্ন যুদ্ধে ও বিভিন্ন সময়ে নিহত হইয়াছে। সঠিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞাত (ভ্রম সংশোধন)।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৯-১৬২)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 22nd Sep, 2016 Issue No. 29

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

১৭ই মে ২০১৬ তারিখে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)এর ভাষণ শুনে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

(শেষ কিস্তি)

একজন অতিথি মি. স্টিগ নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: এটি একটি চমৎকার ভাষণ ছিল। আমি এর পূর্বে কখনো কাউকে ইসলাম সম্পর্কে এমন ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখি নি। খলীফা বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করেছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উপদেশ দিয়েছেন। বর্তমানেও এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও এই বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খলীফা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে শান্তির কথা বলছিলেন। আমি তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করি।

* মিসেস সিবিল্লা নামে একজন মহিলা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফা যে বাণী দিয়েছেন এটিই হল সেই প্রকৃত বাণী যা প্রত্যেক ধর্ম নিজেদের সূচনাতে দিয়েছিল। এটিই প্রত্যেক ধর্মের মৌলিক শিক্ষা । খলীফা সকলকে একটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করছেন। তাঁর কথা শুনে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, পৃথিবীর সমস্যাবলীর কারণ ধর্ম নয়। যদি মুসলমানদের সাথে আমাদের মতভেদ থাকে তবে তা ধর্মীয় না বরং সাংস্কৃতিক। খলীফা অত্যন্ত সরল ভাষায় বার্তা দিচ্ছেন যে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও এবং পারস্পরিক ভেদাভেদ থেকে বিরত থাক। শান্তির জন্য খলীফার প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত সম্মানে দৃষ্টিতে দেখি।

আজকের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানা ছিল আজকে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কুরআন পড়ার চেষ্টা করব। ভবিষ্যতের বিষয়ে খলীফা আমার মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছেন।

* গোরাম নামে একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ চমৎকার ছিল। এত সংখ্যক পার্লামেন্টের সদস্য দেখে আমি বিস্মিত হই। এটি প্রমাণ করছে যে, পার্লামেন্টের এই সকল সদস্যগণ তাঁকে এবং তাঁর আন্দোলনকে সমর্থন করছে। খলীফাকে দেখা এবং শান্তির বাণী শোনা সুখকর অনুভুতি ছিল। খলীফার বাণী বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। খলীফাকে দেখে প্রতীত হয় যে, তিনি অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। খলীফা যা কিছু বলেছেন কুরানের আয়াতের আলোকে বলেছেন। যেটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যা কিছু বলছেন তা ইসলামী শিক্ষার অনুরূপ। কুরআনের শব্দগুলি নিজের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ রাখে।

আমি আশ্চর্যান্বিত ছিলাম যে, তিনি শরণার্থী সংকটের বিষয়ে এতকিছু বললেন। কেননা অধিকাংশ ধর্মীয় নেতাগণ এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে চলেন। আমি এই বিষয়ে অবহিত ছিলাম না যে, কোন মহিলাকে হাসপাতালে চিকিৎসা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। এর থেকে তাঁর জ্ঞানের ব্যপকতা প্রমাণিত হয় এবং একথা প্রমাণ করে যে তিনি আমাদের প্রতি কতটা যত্নবান।

খলীফা বলেছেন যে, যদি শরণার্থীরা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তবে এর মন্দ পরিণাম প্রকাশ পাবে। খলীফা বিশ্বকে সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করতে চান। এটি একটি প্রশংসনীয় কাজ। তিনি আমাদেরকে সর্তক করেছেন যে, যদি উভয় পক্ষই শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তবে ধারাবাহিক বিপর্যয় আরম্ভ হতে পারে।

আমি একথাও বলতে চাই যে, আপনাদের নেতা একজন সুবক্তা। তার বাচনভঙ্গি আমাকে উদ্বেলিত করেছে। আপনারা তাকে হুযুর বলেন, আমি কিন্তু তাঁকে বাদশাহ বলে সম্বোধন করতে চাইব।

* গুন্নার হেড্রিকসন নামে একজন অতিথি নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন: খুব সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। খলীফা শরণার্থী সংকট সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা চমৎকার ছিল। খলীফা অত্যন্ত প্রজ্ঞপূর্ণ কথা বলেন। তিনি সত্য কথা বর্ণনা করেন। আমার ইচ্ছা, সমস্ত মুসলমানদের খলীফার মত একজন নেতা থাকত যিনি তাদেরকে শান্তি ও সত্যের দিকে আহ্বান করতেন। কেবল একটি প্রশ্ন করতে চাই যে, আপনাদের মহিলারা কোথায়?

* একজন পুলিশ অফিসার যার নাম হল অ্যারোন, তিনিও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: খলীফার ভাষণ প্রভাব ফেলেছে। খলীফা সঠিক কথা বলেছেন যে, আমরা সুইডেনেও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি এবং বিপদমুক্ত নই। আমি আজ পর্যন্ত যতগুলি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি সেগুলির মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি সবথেকে বেশি শান্তিপূর্ণ ছিল। ইসলামী নেতার শান্তির বাণী শোনার জন্য বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছিল। এখানে আসা সম্মানের বিষয় কেননা, তিনি অবশ্যই একজন মহান নেতা।

খলীফা বলেছিলেন যে, আমাদেরকে পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যমত গড়ে তুলে সমস্যার সমাধান করতে হবে। শরণার্থী সংকট একটি অনেক তীব্র সংকট। খলীফা আমাদেরকে এই সম্পর্কে বলেছেন যে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। নিশ্চিতরূপে আজ আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখলাম।

পার্লামেন্টের সদস্য মি. ওয়াল্টার নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: শরণার্থী সংকট প্রসঙ্গে খলীফার বিশ্লেষণ আমার খুব ভাল লেগেছে। এটি বর্তমান সময়ের বিষয়। খলীফার চিন্তাধারা সম্পর্কেও আমরা অবগত হলাম, এটি আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। খলীফা বলেছেন উভয় পক্ষেরই দায়িত্ব হল নিজেদের আসল প্রতিশ্রুতি ও আবশ্যিক করণীয়গুলিকে পুরণ করা। খলীফা যেখানেই যান শান্তির প্রসার করেন।

পার্লামেন্টের সদস্য মি. বেং নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি আমাদের জন্য অনেক গর্বের বিষয় যে, পৃথিবীর একজন মহান নেতা সুইডেনে পদার্পণ করেছেন।

তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের উল্লেখ করে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি ছিল এক মহান ব্যক্তির মহান ভাষণ। বিশ্ব-নেতাদের উচিত শান্তির জন্য চেষ্টা করা এবং নিজেদের জাতিকে ভালবাসার তির দ্বারা বিদ্ধ করা। খলীফার এই বাণী কেবল সুইডেনের জন্যই নয়, বরং পুরো ইউরোপ ও বিশ্বের জন্য। খলীফা শরণার্থীদেরকেও স্মরণ করিয়েছেন যে, তারা যেন স্থানীয় সমাজের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। হুযুর নিশ্চিতভাবে আমাকে এবং আমার পার্লামেন্টের সঙ্গীদের অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য করেছেন।

* জর্গান কার্লসন নামে একজন পুলিশ অফিসার নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আমি নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু এখানে এসে আমি দেখলাম খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন: খলীফার এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য বিরাট সম্মানের বিষয়। এই সংকটময় যুগের প্রেক্ষিতে খলীফার বাণী অনেক গুরুত্বহ। যুগ খলীফার মত একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝে বিরাজ করবেন যিনি মানবীয় সহানুভুতির গুরুত্ব উপলব্ধি করাবেন, এই বিষয়টির খুবই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

* একজন অতিথি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। মন চাইছিল যে, এই ভাষণ যেন শেষই না হয়।

* অনুরূপভাবে একজন সুইডিশ মহিলা মিস আন্না সাহেবা তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বলেন: অনেকেই সত্যবাদী হওয়ার দাবী করে, কিন্তু আপনার কাছে তখনই সত্য উদ্ঘাটিত হয় যখন আপনি তার কথা শুনেন। আজ সন্ধ্যায় আমি কেবল সত্য কথাই শুনেছি।

* একজন অতিথি নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে কথা শুনে খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে একজন মুসলমান নেতার পক্ষ থেকে শান্তির বার্তা শুনে খুব ভাল লাগল। আমার ইচ্ছা, সমস্ত মুসলমানদের চিন্তাধারা আহমদী মুসলামানদের ন্যায় হয়ে যাক। আমি আশা করি এইভাবে মধ্য-পূর্বে এবং অবশিষ্ট বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী একজন সুইডিশ অতিতি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমার মতে খলীফা তাঁর বক্তব্য অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে লিখেছিলেন। কেননা, তিনি সুইডেনের অভ্যন্তরিন পরিস্থিতি সম্পর্কেও ভালভাবে অবগত ছিলেন। এখানে সুইডেনে বিদ্যমান শরণার্থী সংকট সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। খলীফা বলেছেন যে, শরণার্থীদের উপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। এটি এমন একটি বিষয় যা সুইডিশ রাজনিতিকরা কখনো উচ্চারণ করেন না।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir